তথ্য-ভিত্তিক উন্নয়ন-বিতর্ক প্রসারে

তথ্যপাতা

সংখ্যা ০৬ :: ২০১৩

সুশাসনের পথে বাংলাদেশ

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পরিস্থিতি

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্র

সুশাসনের অনেকগুলো নির্দেশকের একটি হচ্ছে **শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা**। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাথে **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা** অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত দুটি ধারণা। সরকারী সিদ্ধান্ত এবং তার বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট **তথ্যে জনগণের অভিগম্যতা** শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা তৈরি করে যা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।

বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার ধারণা পেতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে উত্তর খোঁজারচেষ্টা করা যেতে পারে নিচের **তিনটি মৌলিক প্রশ্নের:**

- **সরকারের ব্যয় পরিকল্পনার (বাজেট প্রণয়নের) প্রক্রিয়া** জনসাধারণের কাছে কতটুকু উন্মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক?
- **সরকারের প্রকৃত ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য** কতটুকু প্রকাশ করা হয় ?
- **জনসাধারণের তথ্য অধিকার** দেশের আইন ও কার্যপ্রণালীতে কতটুকু প্রতিফলিত হয়?

বাজেট ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় উন্মুক্ততা

বিগত বেশ কিছু বছরে আমরা বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রবণতা থেকে কিছুটা বের হয়ে আসার একটি সক্রিয় প্রচেষ্টা দেখতে পাই। আর এই প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অংশগ্রহণও লক্ষণীয়।

- **বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান** বাজেটের আগে নিজ উদ্যোগে নিজেদের অবস্থান থেকে বাজেট সুপারিশ মালা প্রদান করছে যা সরকার গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে বলেই মনে হয়। তাদের দেয়া অনেক সুপারিশ পরবর্তীতে জাতীয় বাজেটে প্রতিফলিত হতে দেখা গিয়েছে।
- **প্রাক-বাজেট পরামর্শমূলক আলোচনা** আয়োজন করে সরকার বিভিন্ন খাতে কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ গ্রহণ করছে যা বাজেটে একটি মাত্রায় প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।
- বাজেটের একটি পর্যায়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তাবিত বাজেট ঘোষণার সাথে সাথেই অর্থমন্ত্রণালয়ের **ওয়েবসাইটে প্রকাশ** করা হয়।
- সংসদের অন্যান্য অধিবেশনের মতো **বাজেট অধিবেশন টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার** করা হয়। বাজেট সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রকাশে গণমাধ্যম কর্মীদের দক্ষতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি লক্ষণীয়।

সুতরাং, এখন আগের চেয়ে **বাজেট ও বাজেট প্রণয়নের প্রক্রিয়া তুলনামূলক ভাবে উন্মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক।**

আন্তর্জাতিক সমীক্ষা থেকে দেখা যায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাজেটের অবস্থান এখনও **মধ্যম পর্যায়ে।**

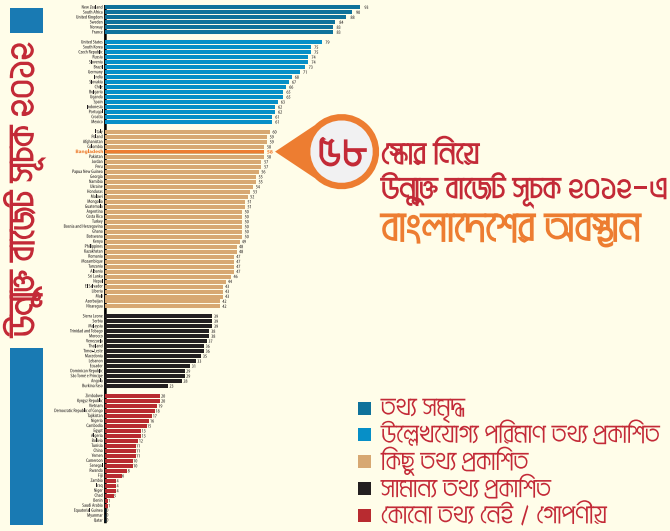

বিশ্বব্যাংকের **বৈশ্বিক সুশাসন সূচকের 'অভিমত ও জবাবদিহিতা' নির্দেশকেও** প্রত্যাশিতভাবেই বাংলাদেশের অবস্থান একই রকমের **মধ্যম পর্যায়ে রয়েছে।**

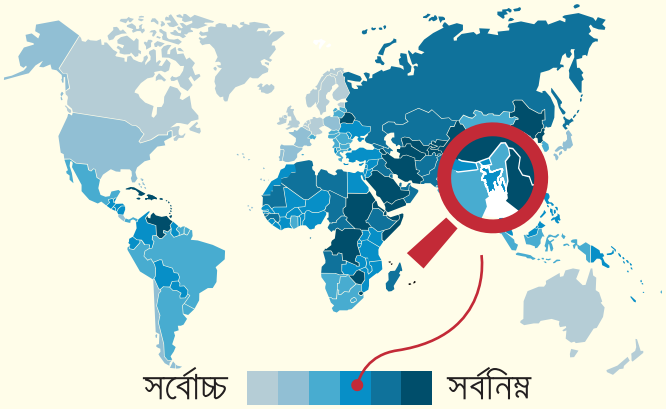

সরকারের প্রকৃত ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য

উন্নয়ন ব্যয়

- **প্রকল্প ভিত্তিক উন্নয়ন ব্যয়ের হিসাব** শুধুমাত্র অর্থবছর শেষ হবার পরেই প্রকাশ করা হয় ।
- **মাসওয়ারী উন্নয়নের ব্যয়** শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক দেয়া হয়, প্রকল্প ভিত্তিক নয়।

অনুন্নয়ন ব্যয়

- **মাস ওয়ারী অনুন্নয়ন ব্যয়** অর্থমন্ত্রণালয় প্রকাশ করলেও তা যথেষ্ট বিস্তারিত নয় এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়ের হিসাব জনগণের কাছে **অপ্রকাশিত বা অবোধগম্য** থাকে।
- **ভর্তুকি ব্যয়** একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ যা কিনা বাজেটেও **পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়না** । ২০১৪ সালের বাজেটে শুধুমাত্র কৃষি ভর্তুকি ছাড়া অন্য কোনো ভর্তুকি বাবদ **বরাদ্দের বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়নি** ।

তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন

- **তথ্য অধিকার আইন ২০০৯** বাংলাদেশে প্রণয়ন করেছে, যা জনগণকে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য পাবার অধিকার দেয় ।
- এই আইনের আওতায় সকল প্রতিষ্ঠান **স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ করবে** এবং জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিশেষ কিছু বিষয় ছাড়া সকল তথ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে বাধ্য ।
- **তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে** বেশ কিছু সাফল্য দেখা যায় ।
- আইন প্রণয়নের তৃতীয় বছরে (২০১২) তথ্যের জন্য সুনির্দিষ্ট ফর্ম ব্যবহার করে আবেদন করা হয়েছে মোট **১৬,৪৭৫টি**

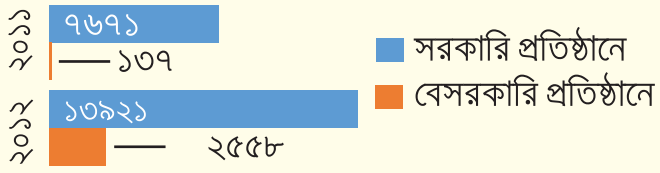

- তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতার কারণে **শাস্তিমূলক ব্যবস্থার** নজির পাওয়া যায় ২০১১ এবং ২০১২ এ (বছরে একটি করে) মোট **২টি।**
- আবেদনের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তুলনামূলক **প্রত্যাখ্যানের সংখ্যাও** বাড়ছে ।
- জনগণের মধ্যে বিদ্যমান আইন এবং তথ্যের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক **সচেতনতার ঘাটতিও** রয়েছে ।

গোপনীয়তা ও দুর্নীতি

- এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, শাসন ব্যবস্থায় **স্বচ্ছতার অভাব** দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে ।
- **দুর্নীতির মাত্রা** একটি দেশের শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও তথ্য লভ্যতার একটি পরোক্ষ সূচক হিসেবে কাজ করে ।
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বব্যাপি দুর্নীতির যে সূচক দিয়ে থাকে তা থেকে দেখা যায়-

বাংলাদেশে দুর্নীতির মাত্রা এখনো শুরুতর অবস্থায় রয়েছে যা **রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে স্বচ্ছতার অভাবকেই** নির্দেশ করে ।

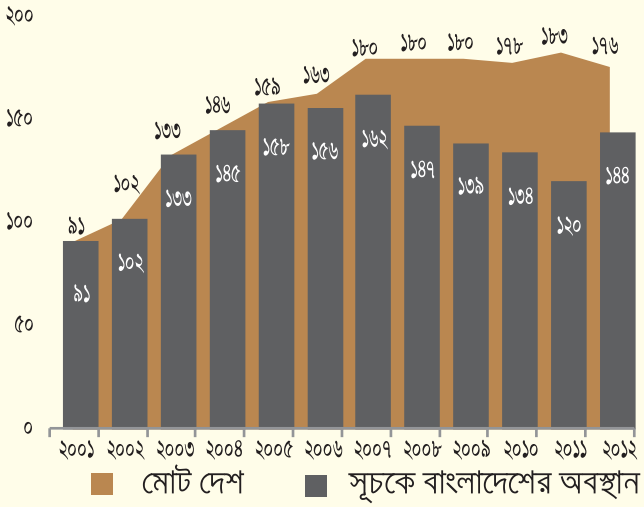

- সুতরাং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অগ্রগতি হলেও তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এখনও অনেক অর্জন বাকি ।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অর্জনে কিছু করণীয়

- **গণমাধ্যমকে** আরও দক্ষ ও শক্তিশালী করা ।
- **বাজেট ও বাজেট বাস্তবায়নের তথ্য** আরও বিস্তারিত ও ক্ষেত্র বিশেষে **দ্রুত প্রকাশ** করা ।
- সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সক্রিয় ও আন্তরিক কিনা তা **নজরদারির** মধ্যে রাখা ।
- বিভিন্ন **প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে** তথ্য প্রকাশ করার প্রবণতা তৈরিতে **সচেতনতামূলক কর্মসূচি** নেয়া ।
- জনগণের মধ্যে **তথ্যের চাহিদা ও ব্যবহার বৃদ্ধিতে সচেতনতামূলক কর্মসূচি** নেয়া ।
- তথ্য প্রদানে সরকারি দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় **দক্ষ জনবল নিয়োগ** করা ।

তথ্যের জন্য যোগাযোগ- আই.আই.ডি > ইমেইল- email@iid.org.bd :: ওয়েবসাইট- www.iid.org.bd :: ফোন- (৮৮০২) ৯১০১০১৬

সহায়তায়

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

The Asia Foundation

UKaid from the British people

প্রকল্প সহযোগী

dnet

গবেষণা/বাস্তবায়ন

IID Institute of Informatics and Development

Disclaimer: This Info-Page has been developed under Promoting Democratic Institutions and Practices (PRODIP) program funded by USAID and UKaid and implemented by The Asia Foundation. The information provided on this Info-Page is not official U.S. Government information and does not represent the views or positions of UKaid, USAID or the U.S. Government or The Asia Foundation.